ইউনিট ৬:

অধিবেশন- ১ : বিদ্যালয়ভিত্তিক মুল্যযাচাই- ২

অধিবেশন- ২ : মূল্যায়ন ও মূল্যযাচাই

অধিবেশন- ৩ : শিখন উন্নয়নে নানা ধরনের মূল্যযাচাই

ইউনিট- ৬ **অধিবেশন- ১**

বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই- ২

ভূমিকা

বাংলাদেশে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের শুধু মুখস্থ বিদ্যা যাচাই করা হতো। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শুধু চিন্তন দক্ষতার নিম্নতর পর্যায় বা স্মৃতি নির্ভর দক্ষতা মূল্যায়ন করা যায়। এ মান যাচাই পদ্ধতির মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর উচ্চতর দক্ষতা যাচাইয়ের কোন সুযোগ ছিল না। তাছাড়া মানুষ হিসেবে সে কেমন এবং কোন বিষয়ে কতটুকু দক্ষ তা মূল্যায়ন করা যায় না। তাই মানুষ হিসেবে ভাল না হয়েও অথবা প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন না করেও সে ভাল ফলাফল করতে পারে। কিন্তু শিক্ষকই পরীক্ষার বাইরে একজন শিক্ষার্থী মানুষ হিসেবে কেমন এবং সে কতটুকু দক্ষতার অধিকারী সেই উপাদানগুলো শনাক্ত করে যাচাই করতে পারেন ও তার মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারেন। সে লক্ষ্যেই এদেশে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন প্রবর্তন করা হয়। এর উদ্দেশ্য হল- শিক্ষার্থীদের মুখস্থ নির্ভরতা কমিয়ে তাদের উচ্চতর চিন্তন বা যৌক্তিক দক্ষতা তথা- বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, বিচার ও সৃজনশীলতার স্বরূপ উন্মোচন করা এবং তাদের ব্যক্তিক ও যোগাযোগ দক্ষতা, সহযোগিতামূলক শিখন ও সামাজিক দক্ষতা যাচাই করে আদর্শ নাগরিক হিসেবে প্রস্তুত করা।

আলোচ্য অধিবেশনের ২টি পর্বে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ে শিক্ষকের ভূমিকা, বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই কার্যকরকরণ ও সংরক্ষণের কৌশল এবং পদ্ধতি প্রয়োগের নমুনা আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই-এ শিক্ষকের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই কার্যকরকরণ ও সংরক্ষণের কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগের নমুনা প্রদর্শন করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- ক: বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই-এ শিক্ষকের ভূমিকা

শিক্ষার্থী বন্ধু, বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই-এ শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই-এর ক্ষেত্রে শিক্ষক বিষয়ভিত্তিক লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীর বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন ও নোট রাখবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও

সহপাঠক্রমিক কাজে অংশগ্রহণের কৃতিত্বের রেকর্ড রাখবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের উক্ত কৃতিত্বের মানের আলোকে পরামর্শ দেবেন।

বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ে শিক্ষকের করণীয় সম্পর্কে আপনার খাতায় লিখুন।

পর্ব- খ: বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই এর চেকলিস্ট প্রণয়ন ও সংরক্ষণ

শিক্ষার্থীবন্ধু, নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে ২ মিনিট চিন্তা করুন এবং আপনার উত্তর আপনার ডায়েরিতে লিখুন। পরে মূল শিখনীয় বিষয়ে দেখুন আপনার চিন্তার সাথে কী কী মিল আছে এবং তার ভিত্তিতে উত্তর তৈরি করে আপনার টিউটরকে দেখান।

- বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?
- নম্বর প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় কোন বিষয়টি নির্ধারণ করবেন?

টিউটোরিয়াল ক্লাসে দলগতভাবে ধারাবাহিক ফলাফলের রেকর্ড সংরক্ষণ শীটের একটি নমুনা তৈরি করুন।

ইউনিট- ৬ **অধিবেশন- ১**

মূল শিখনীয় বিষয়

বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই- ২

বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যযাচাই

একটি পাঠে বা বিষয়ে সব সময় সকল শিখন দক্ষতা অর্জিত নাও হতে পারে। শিখন ফল মূল্যয়নে শিক্ষার্থীর যেসব শিখন দক্ষতা পরিমাপ করা হয় সেগুলো হল:

১। চিন্তন দক্ষতা, পাঠদানের শিখন দক্ষতা নির্ধারণ করতে হবে।

২। সমস্যা সমাধানে দক্ষতা।

৩। ব্যক্তিক দক্ষতা যা আচরণ ও চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখে।

৪। যোগাযোগ দক্ষতা বা যোগাযোগ করার ক্ষমতা।

৫। সহযোগিতামূলক বা দলীয় কাজে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব অর্জনের ক্ষমতা।

৬। সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক নৈতিকতা বিষয় সিদ্ধান্তগ্রহণে বিবেচনায় আনে।

শিক্ষকের করণীয়

১। শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয় শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা।

২। পাঠদানের সময় যাদের পাঠদান করেছেন তাদের তিনি শিক্ষিত করে গড়ে তুলেছেন ।

৩। শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি এমনভাবে পাঠদান করবেন যাতে শিক্ষার্থীর সঠিকভাবে শিখন হয়।

৪। তাকে আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে শিক্ষার্থীর উর্ধ্বে শিক্ষাক্রম নয়।

৫। শিখনফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের পড়তে হবে এবং সেই শিখন ফল শিক্ষক স্থির করবেন শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে।

নম্বর প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়

চিন্তন দক্ষতা

সাধারণত Bloom's Taxonomy অনুযায়ী চিন্তন দক্ষতাগুলোকে প্রকাশ করা হয়। এই পদবিন্যাস অনুয়ায়ী চিন্তন দক্ষতার কয়েকটি স্তর রয়েছে। এগুলো নিম্নতর স্তর থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্তবিন্যস্ত। এ স্তরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিচের স্তরকে প্রথমে দেখানো হল:

১। নিম্নতর স্তরের চিন্তন দক্ষতা (স্মৃতিনির্ভর তথ্য বা জ্ঞান)

২। অনুধাবনমূলক চিন্তন দক্ষতা (কোন বিষয়/ধারণা অন্যকে বুঝাতে পারা)

৩। প্রয়োগমূলক চিন্তন দক্ষতা (কোন বিষয় অনুধাবনের পর নতুন কোন ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা। সূত্র, তত্ত্ব, পদ্ধতি, আইন, বিধি, দর্শন ইত্যাদির প্রয়োগ প্রয়োজনীয় করতে পারা)

৪। উচ্চতর স্তরের চিন্তন দক্ষতা (বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, যৌক্তিকতা প্রতিপাদন ইত্যাদি)

ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির এসবিএ-এর জন্য শিক্ষার্থীর কোর্সওয়ার্ককে ছয়টি ক্ষেত্রে চিহ্নিত করা হয়েছে. যেমন-

১। শ্রেণি অভীক্ষা

২। শ্রেণির কাজ ও ব্যবহারিক কাজ

৩। বাড়ির কাজ

৪। নির্ধারিত কাজ

৫। মৌখিক উপস্থাপন

৬। দলগত কাজ।

প্রতিটি ক্ষেত্রের নম্বর যোগ করে শিক্ষার্থীর কোর্স ওয়ার্কের নম্বর প্রদান করা হবে।

১. শ্রেণি অভীক্ষা

শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতার অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়নের ক্ষেত্রগুলো হলো:

- যা শিখেছে তা স্মরণ করতে পারা।

- যা শিখেছে তা অনুধাবন করতে পারা, লব্ধ ধারণা নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে পারা, তথ্যকে শ্রেণিবিন্যাস করতে পারা, সারসংক্ষেপ তৈরি অথবা সম্প্রসারণ বা ব্যাখ্যা করতে পারা।
- অর্জিত জ্ঞানকে নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা।
- ধারণা বা যুক্তিকে বিশ্লেষণ করতে পারা।
- কোন বিষয়ে যুক্তি সহকারে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে পারা।

২. শ্রেণির কাজ ও ব্যবহারিক কাজ

শ্রেণির কাজ হচ্ছে শ্রেণিতে সম্পাদিত কাজ। যেমনঃ শোনা, পড়া, লেখা ও আঁকা, চিন্তন ইত্যাদি। শ্রেণির এই সব কার্যাবলির কতকগুলো পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীর কাজে আসে এবং তাদের অর্জিত অধিকাংশ দক্ষতা ও জ্ঞান তাদের প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক জীবনে অনুশীলনের সাথে সংশ্লিষ্ট। শ্রেণিকক্ষের কিছু কাজ শিক্ষার্থী এককভাবে সম্পন্ন করবে। অন্যান্য কাজ দলগতভাবে সম্পন্ন করতে পারে। শ্রেণির কাজ শিক্ষার্থীদের চিন্তন দক্ষতা ও তাদের সহযোগিতামূলক শিখন দক্ষতা বিকাশে সহায়ক হবে।

ব্যবহারিক কাজ একটি বিশেষ ধরনের শ্রেণির কাজ। যেমনঃ বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান ও কম্পিউটার বিষয়ে হাতে কলমে কাজের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ ধরনের কাজে উপকরণ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কৌশল আয়ত্তে আসে এবং কাজ করার সময় সতর্কতা অবলম্বনের অভ্যাস গড়ে উঠে। শ্রেণির কার্যাবলি হচ্ছে যেমনঃ প্রশ্নের উত্তর লেখা, গাণিতিক সমস্যার সমাধান, কোন অনুচ্ছেদ বা রচনা লিখন, পাঠ্য-পুস্তক পড়ে টীকা প্রস্তুতকরণ, মানচিত্র, ডায়াগ্রাম, চার্ট অথবা চিত্র অঙ্কন, হিসাব বিজ্ঞানের অনুশীলন।

শিক্ষার্থীর শ্রেণির কাজ সম্পাদনের সময় শিক্ষক

- শিক্ষার্থীরা যখন তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ ও অনুশীলন করে, তখন শিক্ষক তাদের পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষণ কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে তা বুঝতে পারেন।
- শিক্ষার্থীর কাজে তদারকি করবেন, ফিডব্যাক দেবেন এবং প্রয়োজনে প্রশ্নোত্তর প্রদানে সাহায্য করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর দলগত কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং দলগতভাবে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর পাঠের প্রতি মনোভাব এবং সাধারণ আচরণের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন।

শিক্ষক ব্যবহারিক কাজ মূল্যায়ন করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো খেয়াল করবেন-

- শিক্ষার্থী সঠিক নির্দেশনা বা পদ্ধতি অনুসরণ করেছে কি?
- শিক্ষার্থী কি যথাযথভাবে এবং সতর্কতার সাথে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছে বা ব্যবহারে সক্ষম হয়েছে?
- শিক্ষার্থী কাজের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছে কি?
- শিক্ষার্থী দলগত কাজে কতটা সহযোগিতা করে বা অংশগ্রহণ করে?
- একক কাজের ক্ষেত্রে একা একা কাজটা সম্পন্ন করতে পারছে কি?

৩. বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো খেয়াল করবেন-

- বাড়ির কাজটি সঠিক এবং সম্পূর্ণ কি না?
- কাজটি সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে কিনা যেমন: বানানগত শুদ্ধতা, সঠিক পদ্ধতির অনুসরণ ইত্যাদি।
- বাড়ির কাজে শিক্ষার্থী তার নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করেছে কি না?
- শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছে সময়মত বাড়ির কাজ জমা দিয়েছে কি না?

৪. নির্ধারিত কাজ মূল্যায়ন করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো খেয়াল করবেন:

- শিক্ষার্থী কাজ সম্পাদন করার সময় সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছে কি না?
- শিক্ষার্থী কি নির্ধারিত কাজটি সম্পর্কে সঠিক বা সুস্পষ্ট ধারণা পেয়েছে?

- শিক্ষার্থী কি ন্যূনতম সাহায্য নিয়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করে?
- নির্ধারিত কাজের প্রতিবেদন উপস্থাপনা সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন কি না?

৫. মৌখিক উপস্থাপনার কাজ মূল্যায়ন করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো খেয়াল করবেন:

- শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে বা ছোটদলে কথা বললে তা শোনা যায় কি?
- শিক্ষার্থীর বক্তব্য কি বুঝা যায়?
- শিক্ষার্থী আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলতে পারে কি না?
- শিক্ষার্থী নিয়মিত এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রেণিতে প্রশ্নের উত্তর দেয় কি না এবং দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে কি না?

৬. দলগত কাজ মূল্যায়ন করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো খেয়াল করবেন:

- দলের সকল সদস্য আলোচনা বা কাজে অংশগ্রহণ করেছে কি না?
- দলের সকল সদস্য একে অপরকে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেছে কি না?
- শিক্ষার্থীরা অপরের মতামত শুনতে এবং অপরকে কাজ করার সুযোগ দিতে আগ্রহী কি না?
- দলগত আলোচনায়, দলের সদস্যরা ভিন্নমত ব্যক্ত করলে অথবা কাজের ধারা সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করলে পরবর্তীতে আলোচনার মাধ্যমে সদস্যরা একই মতে উপনীত হতে পেরেছে কি না?

ব্যক্তিক উন্নয়ন

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর আচরণ: শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়-আচরণে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

- বিদ্যালয়ের নিয়ম কানুন অনুসরণ করে কি না?
- শিক্ষার্থী নম্র ও ভদ্র আচরণ করে কি না?
- অপর ব্যক্তি ও তাদের সম্পদের প্রতি বিবেচনাবোধ আছে কি না?
- শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ও বিদ্যালয়ের সর্বত্র সাহায্য ও সহযোগিতার মনোভাব প্রকাশ করে কি না?
- নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ ও তা সম্পাদন করে কি না?
- লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী ও পরিশ্রমী কি না?

ব্যক্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধঃ প্রত্যেক শিক্ষক তার শ্রেণির প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিম্নলিখিত মানদন্ড অনুযায়ী মূল্যায়ন করবেনঃ

শিক্ষার্থীরা কি অনুধাবন করতে পারে–

- ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য, সততা, সত্যবাদিতার গুরুত্ব।
- একজন শিক্ষার্থী হিসাবে এবং পরিবারের সদস্য হিসেবে নিজ অধিকার এবং দায়িত্বের মধ্যে সম্পর্ক।
- যেসব শিক্ষার্থী সংস্কৃতি, ধর্ম এবং যোগ্যতার দিক থেকে ভিন্ন তাদের প্রতি সহনশীলতা।
- জাতি, সম্প্রদায়, পরিবার, বিদ্যালয় ও নিজ দেশকে নিয়ে গর্ববোধ।
- পরিবেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা সম্বন্ধে সচেতনতা এবং তদানুযায়ী কাজ করা।

শিখন ক্ষেত্র ১ মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং নম্বর নির্ধারণ

শিখন ক্ষেত্র ১ এর প্রতিটি দক্ষতার জন্য অর্জিত শিখনফলের বিপরীতে নম্বর দেয়া হবে।
যেমনঃ

শিখন ক্ষেত্র ১	কার্যাবলি / উপক্ষেত্র	প্রগ্রেস টেস্ট	অনুসন্ধানমূলক কাজ বা প্রজেক্ট	শ্রেণির কাজ বা বাড়ীর কাজ
ক	চিন্তন দক্ষতা	√√	√	√
খ	সমস্যা সমাধান দক্ষতা	×	√	√

যদি প্রগ্রেস টেস্ট একটি মাত্র শিখনফলকে যাচাই করে
তাহলে দুটো √√ অর্থ শিক্ষার্থী তার উত্তরের ৮০% সঠিক হয়েছে।
একটি √ অর্থ হলো শিক্ষার্থী তার উত্তরের ৪০-৭৯% সঠিক হয়েছে।
এবং × অর্থ হলো শিক্ষার্থী তার উত্তরের ৪০% নীচে সঠিক হয়েছে।

আর যদি প্রগ্রেস টেস্ট একটির বেশি শিখনফলকে যাচাই করে তাহলে প্রতিটি শিখন ফলের জন্য উপরোক্তভাবে মূল্যায়ন করা হবে।

যেমন এটা যদি সমস্যা সমাধানমূলক কোন কাজ বা এসাইনমেন্টের জন্য হয় তাহলেও একইভাবে হবে যেমন-

শিক্ষার্থীর রোল	পরিকল্পনা	পূর্বানুমান	চলক	তথ্য সংগ্রহ	রেকর্ড সংরক্ষণ / বিশ্লেষণ	উপস্থাপন	উপসংহার	গড় নম্বর
	√√	√√	√√	√√	√√	√√	√√	√√
	×	√√	√	√√	×	√	√√	√
	×	×	√	√√	×	×	√	×
	×	√√	√√	√√	√√	√√	√√	√√

যেভাবে গ্রেড নির্ধারণ করা হবে

উদাহরণস্বরূপ যদি কোন শিক্ষার্থী প্রতিটি শিখন ক্ষেত্রের প্রতি ২টি দক্ষতার জন্য যদি নিম্ন লিখিত নম্বর পায় তাহলে সেক্ষেত্রে গ্রেডিং হবে নিম্নলিখিত উপায়ে:

শিক্ষার্থীর রোল	**শিখন ১ এর বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিপরীতে প্রদত্ত নম্বর**					গ্রেড
	চিন্তন দক্ষতা-১ (IS -1)	সমস্যা সমাধান দক্ষতা-১ PS-1	চিন্তন দক্ষতা-২ IS-2	সমস্যা সমাধান দক্ষতা-২ PS-2	সমস্যা সমাধান দক্ষতা-৩ IS-3	
১	√√	√√	√√	-	√√	A
২	√√	-	√√	√√	√√	A
৩	√	-	√	√	√	C
৪	√	×	√	-	√	D
৫	×	√	√√	√√	√√	B
৬	×	×	×	-	×	E

এখানে IS- 1, IS- 2, IS- 3 = চিন্তন দক্ষতার তিনটি পরিমাপকের নম্বর, PS- 1, PS- 2 সমস্যা সমাধান দক্ষতার ২টির পরিমাপক নম্বর এবং “–” অর্থাৎ এখানে কোন এ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হয়নি।

প্রতি গ্রেডের নম্বরের বিপরীতে A= 5; B=4; C=3; D=2; E=1 হয়েছে।

IS= Intellectual Skill

PS= Problem Solving Skill

(কৃতজ্ঞতা: এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ)

সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে নিচের সবগুলো অথবা কিছু ধাপ অতিক্রম করতে হয়। এগুলো হচ্ছে-

ধাপ	সমস্যা সমাধানের সম্ভব্য ধাপসমূহ	ধাপসমূহের বর্ণনা
১	প্রশ্ন চিহ্নিতকরণ	একটি প্রশ্ন হিসাবে সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন
২	পরিকল্পনা	সমস্যা সমাধান সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদান
৩	পূর্বানুমান	সমস্যা সমাধান সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদান
৪	চলক	চলক নিয়ন্ত্রণ
৫	পদ্ধতি/প্রক্রিয়া	উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি/প্রক্রিয়া নির্ধারণ
৬	সম্পদ	উপাত্ত সংগ্রহে প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ-যন্ত্রপাতি
৭	পরীক্ষণ	পর্যবেক্ষণ করা অথবা উপাত্ত সংগ্রহ
৮	রেকর্ড সংরক্ষণ	পর্যবেক্ষণ ও উপাত্তের রেকর্ড সংরক্ষণ
৯	বিশ্লেষণ	ফলাফল বিশ্লেষণ
১০	উপস্থাপন	একটি নির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণে ফলাফল উপস্থাপন
১১	উপসংহার	পূর্বাভাসের শুদ্ধতা যাচাই এবং সমস্যা উপস্থাপন

মূল্যায়ন

১। বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই কী? বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ে শিক্ষকের ভূমিকা নিরূপণ করুন।

২। একজন শিক্ষক হিসেবে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

৩। শিক্ষার্থীদের নম্বর প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় কোনটি উল্লেখ করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

- বিষয়ভিত্তিক লিখিত পরীক্ষার পাশপাশি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করবেন ও নোট রাখবেন।
- শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের কৃতিত্বের রেকর্ড রাখবেন।
- শিক্ষার্থীদের উক্ত কৃতিত্বের মানের আলোকে পরামর্শ দেবেন।

পর্ব- খ

মূল শিখনীয় বিষয় অংশে দেখুন।

ইউনিট- ৬ **অধিবেশন- ২**

মূল্যায়ন ও মূল্যযাচাই

ভূমিকা

যে কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষণ-শিখনের গুণগত ও পরিমাণগত পরিমাপ করা হয় তা হল মূল্যযাচাই। অন্যদিকে মূল্যায়ন হল কোন বিষয়ের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীরা কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে তা নিরূপণের জন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষার্থী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ। অর্থাৎ বিচার বিশ্লেষণ ও প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়া।

অর্থাৎ আলোচ্য অধিবেশনের ৩টি পর্বে পরিমাপ, মূল্যযাচাই ও মূল্যায়ন, বাংলাদেশে বিদ্যালয়ে মূল্যযাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা, শ্রেণিকক্ষে মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব ও দক্ষ শিক্ষক হওয়ার জন্য মূল্যযাচাইয়ের ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- পরিমাপ, মূল্যযাচাই ও মূল্যায়নের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন।
- মূল্যযাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- শ্রেণিকক্ষে মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মূল্যযাচাইয়ের ধারণা বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- ক: পরিমাপ, মূল্যযাচাই ও মূল্যায়নের ধারণা

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, পরিমাপ, মূল্যযাচাই ও মূল্যায়ন শব্দগুলোর সাথে আপনারা নিশ্চয়ই পরিচিত। আগের ইউনিটেও মূল্যায়ন ও মূল্যযাচাই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পরিমাপ, মূল্যযাচাই ও মূল্যায়ন সম্পর্কে আপনার পূর্বের ধারণা থেকে শব্দ তিনটির সংজ্ঞা তৈরি করুন এবং নিচের খালি বক্সে লিখুন। পরে সম্ভাব্য উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিন।

পর্ব- খঃ বিদ্যালয়ে মূল্যযাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার

প্রিয় শিক্ষার্থী, বিদ্যালয়ে মূল্যযাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যেমন-

প্রথমত: বিভিন্ন শিক্ষার্থীর বিশেষ ধরনের দক্ষতা, সামর্থ্য মূল্যযাচাইয়ের সাহায্যে খুঁজে বের করা যায় এবং তার জন্য কি ধরনের শিক্ষা বা কাজ উপযোগী তা নির্ধারণ করা যায়।

দ্বিতীয়ত: শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তি উপযুক্ত মূল্যযাচাই পদ্ধতির সাহায্যে পরিমাপ করা যায় এবং তার জন্য সবচেয়ে কার্যকরী ও উপযুক্ত শিক্ষা সম্পর্কে তাকে নির্দেশনা দেয়া যায়।

তৃতীয়ত: বিদ্যালয় যে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে তার উপযোগিতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা যায় এবং সে অনুযায়ী ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়।

সর্বোপরি শিক্ষার্থীর আগ্রহ, রুচি, প্রবণতা, অভ্যাস, চিন্তাধারা ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায় মূল্যযাচাইয়ের সাহায্যে।

কাজ- ১

শিক্ষক হিসেবে মূল্যযাচাইয়ের ফলাফলকে আপনি কোথায় কোথায় ব্যবহার করবেন তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

পর্ব- গঃ বিদ্যালয়ে মূল্যযাচাইয়ের বিভিন্ন দিক নির্ধারণ

কাজ- ১

শিক্ষার্থীবন্ধু, মূল্যযাচাইকে ফলপ্রসূ করতে হলে কী কী বিষয়কে বিবেচনা করতে হবে তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

কাজ- ২

আমাদের বিদ্যালয়ে কোন কোন বিষয় মূল্যযাচাই-এ ব্যবহার করা হয় এবং কোনগুলো করা হয় না নিম্নের ছক মোতাবেক একটি তালিকা প্রণয়ন করুন।

বিদ্যালয়ে যে বিষয়ে মূল্যযাচাই করা হয়	বিদ্যালয়ে যে বিষয়ে মূল্যযাচাই করা হয় না
১. ২.	১. ২.

কাজ- ৩

মূল্যযাচাই-এর নির্ণায়ক চিহ্নিত করুন এবং আপনার টিউটরের সাহায্যে যে কোন দুইটি প্রয়োগের অবকাঠামো তৈরি করুন।

ইউনিট- ৬ **অধিবেশন- ২**

মূল শিখনীয় বিষয়
মূল্যায়ন ও মূল্যযাচাই

পরিমাপঃ পরিমাপ (Measurement) শব্দটির অর্থ হল কোন কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করা। শিক্ষায় পরিমাপ বলতে শিক্ষার্থীর কোন অর্জিত জ্ঞান বা কোন বিশেষ দক্ষতা বা কোন সক্রিয় বিশেষ দিকটির পরিমাপ বোঝায়।

মূল্যায়নঃ মূল্যায়ন (Evaluation) শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল কোন কিছুর উপর মূল্য আরোপ করা। কোন বিষয়ের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীরা কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে তা নিরূপণের জন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষার্থী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, বিচার বিশ্লেষণ ও প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়ন বলে।

মূল্যযাচাই: মূল্যযাচাই বলতে শিখন ও শিক্ষণের গুণগত এবং পরিমাণগত পরিমাপের জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হয় তাকে বোঝায়। বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন কৌশল, নির্ধারিত কাজ, প্রজেক্ট, প্রদান বা ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখনের অগ্রগতির মূল্যযাচাই করা হয়।

মূল্যযাচাইয়ের প্রয়োজনীতা

প্রথমতঃ মূল্যযাচাইয়ের সাহায্যে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর বিশেষ ধরনের সামর্থ্য ও দক্ষতা আবিষ্কার করা যায় এবং কি ধরনের শিক্ষা বা কাজ তার পক্ষে উপযোগী তা নির্ধারণ করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত মূল্যযাচাই পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তির পরিমাপ করা যায় এবং তার পক্ষে সবচেয়ে বেশি উপযোগী শিক্ষা সম্পর্কে তাকে নির্দেশনা দেয়া সম্ভব হয়।

তৃতীয়তঃ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির উপযোগিতা ও দুর্বলতা যাচাই করা যায় এবং সে অনুযায়ী ভবিষৎ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা যায়।

সর্বোপরি- মূল্যযাচাইয়ের সাহায্যে শিক্ষার্থীর রুচি, প্রবণতা, আগ্রহ, চিন্তাধারা, অভ্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

মূল্যযাচাইয়ের বিবেচ্য দিক

নিয়মিত হাজিরা, যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন করা, সুন্দর হাতের লেখা, উচ্চ চিন্তন ক্ষমতা, সহপাঠক্রমিক কার্যে অংশগ্রহণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পরীক্ষার নম্বর, মৌখিক প্রশ্ন উত্তর, শিখন অগ্রগতি, বিভিন্ন আচরণিক দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ।

মূল্যযাচাইয়ে ফলাফলের ব্যবহার

পাঠদানের ক্ষেত্রেঃ

১। শিক্ষকের পাঠদান কার্যকর করা।

২। শিক্ষার্থীর চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠদান পরিকল্পনা করা।

৩। অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করে প্রতিকারমূলক পাঠদান করা।

পরামর্শ ও নির্দেশনার ক্ষেত্রে

১। শিক্ষার্থীকে সঠিক নির্দেশনা দেওয়া।

২। অকৃতকার্যতার সংখ্যা হ্রাস করা।

৩। ভবিষ্যত পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সহায়তা পাওয়া।

শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে

৪। পূর্ব সময়ের সাথে তুলনা করা।

৫। প্রতিবেশী স্কুলের সাথে তুলনা করা।

৬। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সহায়তা লাভ।

৭। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীর দল গঠন করার ভিত্তি।

৮। শিক্ষাক্রম পূনঃপ্রস্তুত ও পরিমার্জনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রাপ্তি।

মূল্যযাচাইয়ের নির্ণায়ক (হাতিয়ার)

- কাগজে-কলমে পরীক্ষা
- বিশেষ পরীক্ষা
- শারীরিক পরীক্ষা
- কেস স্টাডি
- শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত দ্রব্য
- কর্মঅভিজ্ঞতা
- শিক্ষার্থীর নিজস্ব রচনা ও সাহিত্য
- যাচাই তালিকা
- ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ড
- বিশেষ ঘটনার রেকর্ড
- স্ব-মূল্যায়ন
- শারীরিক ইতিহাস
- পর্যবেক্ষণ
- উপস্থিতি রেকর্ড
- পরিবার থেকে প্রাপ্ত তথ্য
- সাক্ষাৎকার
- প্রশ্নোত্তর
- শিক্ষার্থীর সংক্ষিপ্ত জীবন কথা
- পারিবারিক সম্পর্ক
- আবেগজনিত প্রতিক্রিয়া
- শ্রেণী রেকর্ড

মূল্যায়ন

১। পরিমাপ, মূল্যায়ন ও মূল্যযাচাই বলতে কী বুঝায়?

২। বাংলাদেশে বিদ্যালয়ে মূল্যযাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

৩। শ্রেণিকক্ষে মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৪। মূল্যযাচাইয়ের ফলাফল কোথায় কোথায় ব্যবহার করা যেতে পারে- বর্ণনা করুন।

৫। মূল্যযাচাইকে কার্যকর করার জন্য কী কী বিষয়কে বিবেচনা করতে হবে- উল্লেখ করুন।

৬। আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে কোন কোন বিষয় মূল্যযাচাই-এ ব্যবহৃত হয় এবং কোন কোন বিষয় ব্যবহৃত হয় না? এর ফলে মূল্যযাচাই কি সুসম্পন্ন হয়? আপনার মতামতের পক্ষে যুক্তি দিন।

৭। মূল্যযাচাই কার্যকর করতে করণীয় বিষয়গুলো শনাক্ত করুন।

৮। মূল্যযাচাইয়ের নির্ণায়কগুলো চিহ্নিত করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

পরিমাপ: পরিমাপ বলতে কোন কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করাকে বোঝায়।

মূল্যযাচাই: মূল্যযাচাই হল শিক্ষার্থী, শিক্ষাক্রম, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা কর্মসূচি বা শিক্ষানীতি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য তথ্য সংগ্রহ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পদ্ধতি।

মূল্যায়ন: মূল্যায়ন বলতে উদ্দেশ্যের সঙ্গে কৃতিত্বের মান অর্জনের তুলনাকে বোঝায়।

পর্ব- খ

শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতির উন্নতি, পরিমাপ কৌশলের কার্যকারিতা, সঠিক নির্দেশনা, শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী পরিকল্পনা।

পর্ব- গ

উচ্চ চিন্তন ক্ষমতা, মৌখিক প্রশ্ন-উত্তর, যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন করা, শারীরিক বিকাশ, মানসিক বিকাশ, সামাজিক বিকাশ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন করা, হাতের লেখা, নিয়মিত হাজিরা, বিভিন্ন আচরণিক দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, পরীক্ষার নম্বর।

ইউনিট- ৬ **অধিবেশন- ৩**

শিখন উন্নয়নে নানা ধরনের মূল্যযাচাই

ভূমিকা

শিখন উন্নয়নে মূল্যায়ন অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করে যে কোন সিদ্ধান্তনিতে পারেন। শিক্ষক শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার সময় শিক্ষার্থীদের বিভিন্নভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠের প্রতি মনোযোগী এবং সক্রিয় থাকে। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়নের সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষক তাঁর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারেন এবং শিক্ষার্থীদের শিখনে আগ্রহী করে তুলতে পারেন। শিখন উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত মূল্যযাচাই পদ্ধতিগুলো হল গঠনমূলক মূল্যযাচাই, প্রান্তিক মূল্যযাচাই ও নির্ণায়ক মূল্যযাচাই।

আলোচ্য অধিবেশনের ৩টি পর্বে যথাক্রমে গঠনমূলক, প্রান্তিক ও নির্ণায়ক মূল্যযাচাই, গঠনকালীন ও প্রান্তিক মূল্যযাচাইয়ের পার্থক্য ও গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- গঠনকালীন, প্রান্তিক ও নির্ণায়ক মূল্যযাচাই বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- গঠনকালীন ও প্রান্তিক মূল্যযাচাইয়ের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবেন।
- গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পরিবীক্ষণের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন।
- মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- ক: গঠনকালীন, প্রান্তিক ও নির্ণায়ক মূল্যযাচাইয়ের ধারণা

শিক্ষার্থী বন্ধু, সময়ের দিক থেকে বিচার করে মূল্যযাচাইকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ভাগগুলো হল: গঠনকালীন মূল্যযাচাই, নির্ণায়ক মূল্যযাচাই ও প্রান্তিক মূল্যযাচাই।

গঠনকালীন মূল্যযাচাই হল গঠন করা। ইংরেজি ‘Form’ থেকে Formative শব্দের উৎপত্তি। Form অর্থ গঠন করা বা তৈরি করা। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা শনাক্ত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা হয়।

শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বা পারদর্শিতার ক্ষেত্রে সবল ও দুর্বল দিকগুলো শনাক্ত করতে সাহায্য করে যে মূল্যযাচাই তাদের নির্ণায়ক মূল্যযাচাই বলে।

প্রান্তিক মূল্যযাচাইয়ের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Summative Evaluation। Summative শব্দটি Sum শব্দ থেকে এসেছে। Sum অর্থ সমষ্টি। সারা কোর্স ব্যাপী সব ধরনের মূল্যায়নের ফলাফল নিয়ে যে সার্বিক মূল্যায়ন তাকেই সামষ্টিক বা Summative মূল্যায়ন বলে।

কাজ- ১

শিক্ষার্থী বন্ধু, সারা বছর কী কী কৌশলের সাহায্যে মূল্যযাচাই করা হয় তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

কাজ- ২

প্রিয় শিক্ষার্থী, দলীয়ভাবে আলোচনা করে চিহ্নিত করার চেষ্টা করুন নিম্নের কৌশলগুলোর কোনটি কোন ধরনের মূল্যযাচাই।

মূল্যযাচাইয়ের কৌশল/ প্রক্রিয়া/অভীক্ষা	মূল্যযাচাই (টিক চিহ্ন দিন)	
	গাঠনিক	প্রান্তিক
শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ	√	
মৌখিক অভীক্ষা		
শ্রেণির কাজ		
বাড়ির কাজ	√	
কুইজ		
চেকলিস্ট		
রেটিং স্কেল		
বিতর্ক/আলোচনা		
দৈনিক উপস্থিতি		
ডায়েরি লেখা		
প্রগতি পত্র		
বাৎসরিক পরীক্ষা		√
এস.এস.সি পরীক্ষা		
এইচ.এস.সি পরীক্ষা		√

....		
....		
....		
....		

পর্ব- খঃ গঠনকালীন ও প্রান্তিক মূল্যযাচাইয়ের পার্থক্য ও গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব

শিক্ষার্থী বন্ধু, নিম্নেবর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোকে গঠনকালীন ও প্রান্তিক মূল্যযাচাইয়ের পার্থক্যের ছক পূরণ করুন।

উপাদান/বৈশিষ্ট্য	গাঠনিক মূল্যযাচাই	প্রান্তিক মূল্যযাচাই
১) মূল্যায়ন	১) কোর্স চলাকালীন	১) কোর্স সমাপনান্তে
২) আনুষ্ঠানিক/ অনানুষ্ঠানিক	২) আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক	২) আনুষ্ঠানিক
৩) নিরাময়মূলক ব্যবস্থা	৩)	৩)
৪) শিক্ষার্থীর শিখন	৪)	৪)
৫) পাঠ্যসূচি	৫)	৫)
৬) নিরন্তর প্রক্রিয়া	৬)	৬)
৭) পদ্ধতি	৭) আধুনিক ও মনোবিজ্ঞান সম্মত	৭) গতানুগতিক
৮) সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির মূল্যায়ন	৮)	৮)
৯) পরীক্ষা ভীতি	৯)	৯)
১০) অসদুপায় অবলম্বন	১০)	১০)

উপাদান/বৈশিষ্ট্য	গাঠনিক মূল্যযাচাই	প্রান্তিক মূল্যযাচাই
১১) ভবিষ্যৎ নির্দেশনা	১১)	১১)
১২) মানসিক চাপ	১২)	১২)
১৩) তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধান	১৩) তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধান দেয়	১৩) এ সুযোগ সীমিত
১৪) নৈর্ব্যক্তিক	১৪)	১৪)
১৫)	১৫)	১৫) ....
১৬)	১৬)	১৬) ....
....	....	....
....	....	....

কাজ- ১

শিক্ষার্থীবন্ধু, পর্ব- ক এ তৈরি করা গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের কৌশল এবং এই পর্বে চিহ্নিত গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের উপাদান বা বৈশিষ্ট্যের আলোকে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কে কী রকম লাভবান হবে তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

পর্ব- গঃ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষার্থী বন্ধু, পরিবীক্ষণ হল যে কাজটি হাতে নেয়া হয়েছে তা ঠিক ঠিক এগিয়ে চলছে কি না তা জেনে ও বুঝে নেয়ার কাজটি হল পরিবীক্ষণ। অর্থাৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করার পর থেকে বাস্তবায়নের শেষ সময় পর্যন্তএর বাস্তবায়নের অগ্রগতির সার্বক্ষণিক তদারকি এবং সাময়িক

মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে পরিবীক্ষণ বলে।

প্রিয় শিক্ষার্থী, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকে আপাত: দৃষ্টিতে যদিও এক বলে মনে হয় এবং এদের সম্পর্কও অতি ঘনিষ্ট তবুও বাস্তবক্ষেত্রে এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। আসুন, আমরা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মধ্যেকার পার্থক্য নির্ণয় করি।

পরিবীক্ষণ	মূল্যায়ন
১। পরিবীক্ষণ সার্বক্ষণিক অবিরাম প্রক্রিয়া	১। মূল্যায়নের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন এবং কিছু সময় অন্তর অন্তর করা হয়।
২। পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে কি না তা নিরূপণ করে এবং পরিকল্পনা ও বাস্তব অগ্রগতির মধ্যে পার্থক্য দূর করে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের তাগিদ প্রদান করে।	২। পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম অগ্রসর হচ্ছে কি না এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারছে কি না তার দিক নির্দেশনা দেয় এবং ভবিষ্যতে কী রূপ ব্যবস্থা নিতে হবে তার ইঙ্গিত দেয়।
৩। সমস্ত মূল্যায়ন পরিকল্পনার অংশবিশেষ।	৩। পরিবীক্ষণের অর্থ মূল্যায়নের কাজে ব্যবহৃত হয়।
৪। পরিবীক্ষণের ফলে মৌলনীতি পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে না।	৪। মূল্যায়নের মাধ্যমে মৌলনীতি পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

শিক্ষার্থী বন্ধু, একটি কাজ সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পাদন করার জন্য পরিবীক্ষণ অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ। পরিবীক্ষণের মাধ্যমে একটি কাজের অগ্রগতি যাচাই করা সম্ভব হয়। তাই একটি কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য পরিবীক্ষণের বিকল্প নেই।

কাজ- ১

শিক্ষার্থী বন্ধু, পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করুন এবং তা নিচের বক্সে লিখুন।

১.

২.

৩.

৪.

৫.

কাজ- ২

প্রিয় শিক্ষার্থী, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করুন এবং তা দূরীকরণের উপায় আলোচনা করুন।

ইউনিট- ৬ **অধিবেশন- ৩**

মূল শিখনীয় বিষয়

শিখন উন্নয়নে নানা ধরনের মূল্যযাচাই

সময়ের দিক থেকে মূল্যযাচাইয়ের ধরনগুলো হল

১। **নির্ণায়ক মূল্যযাচাই:** সাধারণতঃ এটি শিখন-শেখানো কার্যক্রমের শুরুতে করা হয়। এর উদ্দেশ্য হল শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বিরাজমান দুর্বলতা শনাক্ত করে সে অনুযায়ী শিখন-শেখানো কার্যক্রম পুনর্বিন্যাস ও উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করা।

২। **গঠনকালীন মূল্যযাচাই:** গঠনকালীন মূল্যযাচাই হল সারা বছর ধরে শিখন কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি এবং আচরণের বিভিন্ন দিকের বিকাশ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য ধারাবাহিকভাবে যে মূল্যযাচাই করা হয়। শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ, মৌখিক অভীক্ষা, শ্রেণীর কাজ, বাড়ীর কাজ, কুইজ, চেকলিস্ট ইত্যাদি গঠনকালীন মূল্যযাচাই।

এবল ও ফ্রিজবি: পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শিখন সংগঠিত হচ্ছে কি না তা তদারক করার জন্য মূল্যযাচাই।

আহম্যান ও ফ্লক: গঠনকালীন মূল্য যাচাই শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সম্পর্কে সময় থাকতে ফিডব্যাক দেয় যার ভিত্তিতে শিখন-শেখানো প্রচেষ্টার ইতিবাচক পরিবর্তন আনা যায়। এ মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে শিখনের সফলতা ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে জানা যায়। সফল শিখন বা সার্বিক শিখনের জন্য এখনও আর কতটা বাকী আছে তাও জানা যায়।

৩। **প্রান্তিক মূল্যযাচাই:** প্রান্তিক মূল্যযাচাই বলতে এটি নির্দিষ্ট সময়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম শেষে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের অনুসৃত পদ্ধতিকে বুঝায়। বিদ্যালয়ে প্রচলিত ষান্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষা, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা প্রান্তিক মূল্যযাচাইয়ের উদাহরণ।

গ্রন্টনল্যান্ড ও লিন: কোর্স সমাপনান্তেযে মূল্যযাচাই তাই প্রান্তিক/সামষ্টিক মূল্যযাচাই।

এর উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের গ্রেড নির্ধারণ করে সার্টিফিকেট প্রদান ও কোর্সের উদ্দেশ্য কতটুকু বাস্তবায়িত হল তা নির্ধারণ।

গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব

ক) শিক্ষকের নিকট

- শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করা যায়।
- পদ্ধতির কার্যকারিতা নির্ণয় করা যায়।
- শিক্ষা উপকরণের কার্যকারিতা নিরূপণ করা যায়।

খ) শিক্ষার্থীর নিকট

- শিখন অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত হওয়া।
- দুর্বলতা কাটিয়ে উঠা।
- সাধারণ ভীতি দূর হওয়া।
- পরিষ্কার ধারণা গঠন।
- আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মবিশ্বাসী হওয়া।
- প্রেষণা সৃষ্টি।
- উত্তম পাঠাভ্যাস।

প্রান্তিক মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব

- শিক্ষার উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা জানা যায়।
- শিক্ষার্থী কর্তৃক নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের চূড়ান্তঅবস্থা নির্ণয় করা যায়।
- ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনায় কার্যকরী পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্তগ্রহণে সহায়ক।

পরিবীক্ষণ: পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ার পর হতে বাস্তবায়নের সমাপ্তি পর্যন্তসময়কালে এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার্বক্ষণিক তদারকি এবং সাময়িক মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে পরিবীক্ষণ বলে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের পার্থক্য: যদিও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এ দুটি বিষয়কে সাধারণতঃ একত্র করে দেখা হয় এবং এদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ট তবুও বাস্তব ক্ষেত্রে এ দুটির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান:

পরিবীক্ষণ	মূল্যায়ন
১। এটি সার্বক্ষণিক অবিরাম প্রক্রিয়া	১। দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন এবং কিছু সময় অন্তর অন্তর করা হয়।
২। পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে কি না তা নিরূপণ করে এবং পরিকল্পনা ও বাস্তব অগ্রগতির মধ্যে পার্থক্য দূর করে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের তাগিদ প্রদান করে।	২। পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম অগ্রসর হচ্ছে কি না এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারছে কি না তা দিক নির্দেশনা দেয় এবং ভীবষ্যতে কি রূপ ব্যবস্থা নিতে হবে তার ইঙ্গিত দেয়।
৩। সমস্ত মূল্যায়ন পরিকল্পনার অংশবিশেষ।	৩। পরিবীক্ষণের অর্থ মূল্যায়নের কাজে ব্যবহৃত হয়।
৪। পরিবীক্ষণের ফলে মৌলনীতি পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে না।	৪। মূল্যায়নের মাধ্যমে মৌলনীতি পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

১। কাজের অগ্রগতি দেখা ও যাচাই করার জন্য।

২। সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।

৩। সংগৃহিত তথ্য যাচাই করে প্রক্রিয়াজাত ও বিশ্লেষণ করা।

৪। পরিবীক্ষণ কাজের পর্যালোচনা ও অন্তরায় চিহ্নিত করে এবং উত্তরণের প্রয়োগযোগ্য কৌশল উদ্ভাবন এবং প্রয়োগের মাধ্যমে যথাসময়ে কাজ সম্পন্নকরণ।

মূল্যায়ন

১। গঠনকালীন, প্রান্তিক ও নির্ণায়ক মূল্যযাচাই বলতে কী বুঝায়?

২। গঠনকালীন ও প্রান্তিক মূল্যযাচাইয়ের পার্থক্য নির্ণয় করুন।

৩। গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৪। পরিবীক্ষণের সংজ্ঞা দিন এবং এর পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।

৫। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

মৌখিক অভীক্ষা, মাসিক পরীক্ষা, শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ, চেকলিস্ট, রেটিংস্কেল, বিতর্ক/আলোচনা, প্রগতিপত্র, কুইজ, এসএসসি পরীক্ষা, এইচএসসি পরীক্ষা, ডায়েরি লেখা, বাৎসরিক পরীক্ষা, দৈনিক উপস্থিতি ইত্যাদি।

পর্ব- খ

কাজ- ১

শিক্ষকের ক্ষেত্রেঃ

শিক্ষার্থীর দুর্বলতা শনাক্ত করা যাবে, শিক্ষণ পদ্ধতি ও উপকরণের কার্যকারিতা যাচাই করা যাবে।

শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেঃ

সাধারণ ভীতি দূর হবে, প্রেষণা জাগ্রত হবে, উত্তম পাঠ্যাভ্যাসের সৃষ্টি হবে, আত্মপ্রত্যয়ী হবে, শিখন অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে, পরিষ্কার ধারণা গঠনে সহায়ক হবে, দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারবে, আত্মবিশ্বাসী হবে।

পর্ব- গ

কাজ- ১

- কাজের অগ্রগতি দেখা ও যাচাই করার জন্য।
- সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।

কাজ- ২

নিজে করুন।